দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB-7-1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৭ ...

প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতা সফর প্রটোকল ও দেশীকোত্তম ডিগ্রী নিয়ে খোদ ভারতেই নানা প্রশ্ন

মোবায়েদুর রহমান ॥ বইমেলা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক কলিকাতা সফরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে তুমুল বিতর্কের ঝড় শুরু হয়েছে। এতদিন এসব নিয়ে মুখর সমালোচনা করেছে একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা। এখন দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও এই সমালোচনায় শামিল হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ভারত থেকে ফিরে আসার পর তার সাংবাদিক সম্মেলনসহ আরও দুই-একটি সমাবেশে তিনি এমন একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে, সরকার বিরোধী পত্র-পত্রিকাগুলোই শুধু এসব নিয়ে উচ্চবাচ্য করছে। এখন দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা ঠিক সে রকম নয়। শেখ হাসিনার কলিকাতার সফর নিয়ে যত কথা উঠেছে আমাদের দেশে, তার চেয়েও বেশী কথা উঠেছে খোদ ইন্ডিয়াতে। বরং অবাক ব্যাপার হল এই যে, এসব খবর যাদের পাঠানোর কথা ছিল তারা কিন্তু সেসব পাঠাননি। সাংবাদিকদের একটি বিশাল বহরকে সরকারী খরচে এবং সরকারী উদ্যোগে কলিকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নিয়ম-নীতি অনুযায়ী তাদের উচিত ছিল, সফরের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিককার খবরই ঢাকায় প্রেরণ করা। কিন্তু তারা সেটা করেননি, বরং যারা কলিকাতা যাননি বা যাদেরকে নেয়া হয়নি তারা ঢাকায় বসে ভারতের 'ডিডি-৭' বা 'বিটিভি' দেখে নেতিবাচক দিকগুলোর ডেস্ক রিপোর্টিং করেছেন। এসব রিপোর্টিংয়ে প্রধানমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং ঐসব সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে 'ধৃষ্টতা' বা এই ধরনের কঠোর শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এখন কলিকাতা, গৌহাটি প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক রাজধানী থেকে ভারতীয় সাংবাদিকরাই এমন রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন; যা আমাদের ঐ 'ডেস্ক রিপোর্টিং'কেও হার মানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতা সফর, প্রটোকল ও দেশীকোত্তম ডিগ্রী নিয়ে খোদ ভারতেই প্রশ্ন

(প্রথম পাতার পর)

দেশীকোত্তম ডিগ্রীটা কি?

কলিকাতা যাওয়ার কয়েকদিন আগে সরকারের তরফ থেকে ঘটা করে প্রচার করা হয়েছিল যে, কলিকাতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনারারি ডিলিট ডিগ্রী দেয়া হবে। কিন্তু তাঁর কলিকাতা যাওয়ার ঠিক পূর্বাহ্নে জানা গেল যে, ঐ ডিগ্রীটির নাম হল 'দেশিকোত্তম'। দেশীকোত্তম ডিগ্রীটি কি? ইন্ডিয়াতে আরও কয়েকটি ডিগ্রী রয়েছে। সেগুলোর কোন্‌টির সাথে এটি তুলনীয়? সুব্রত চৌধুরী এ সম্পর্কে বলছেন, "বাংলাদেশের সরকারী প্রচার মাধ্যম যে দেশীকোত্তম উপাধির সংগে সম্মানিত ডি-লিট্ উপাধিকে জড়িয়ে ফেলেছে তার যোগসূত্র কোথায়, তা কিন্তু আমরা ভারতীয় সাংবাদিকরা খুঁজে পাইনি। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বেসামরিক পদবী 'ভারতরত্ন' ও সামরিক পদবী 'পরম বীরচক্রের' কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই। ঠিক তেমনি সংস্কৃত শব্দ দেশিকোত্তমেরও কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই।" এ সম্পর্কে অভিজ্ঞজনরা বলেছেন যে, দেশীকোত্তম কোন মানেই আন্তর্জাতিক ডিগ্রীর সমকক্ষ নয়। এমনকি ভারতেও এটার স্থান অনেক উচ্চে নয়। তেমন একটি ডিগ্রীর জন্য এমন একটি বিতর্কিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান তাঁর জন্য কোন প্লাস পয়েন্ট যোগ করেনি।

গৌহাটির বাঙালী সাংবাদিক সুব্রত চ্যাটার্জী জানিয়েছেন যে, কলিকাতার বিমান বন্দরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ড. এ আর কিদওয়াই এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু। তাঁর মতে, ৩ দিনের সরকারী সফরে আসা সত্ত্বেও ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর চৌকস দল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার জানায়নি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় সফরে। সেই ক্ষেত্রে ভারতের সামরিক বাহিনীর গার্ড অব অনার পাওয়াটা ছিল প্রটোকলেরই অন্তর্ভুক্ত। কেন তার প্রাপ্য দেয়া হল না সেটা প্রধানমন্ত্রী এবং সেই সাথে তাঁর ক্যাবিনেটকেই ভাবতে হবে। শেখ হাসিনা বই মেলায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কলিকাতায় আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু যখন টেলিফোন করলেন তখন তিনি সেই অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। পর্যবেক্ষক মহল প্রশ্ন করেছেন যে, শেখ হাসিনা জ্যোতি বাবুর অনুরোধেই কলিকাতায় যেতে সম্মত হলেন কেন? জ্যোতি বাবু কি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত করেছিলেন? নাকি সরকারীভাবে? যদি সরকারীভাবে হয় তাঁহলে তিনি করবেন কেন? তিনিতো ভারতের ২৫/২৬টি রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাত্র। পক্ষান্তরে শেখ হাসিনা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে দাওয়াত করতে হলে করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। শেখ হাসিনা একজন মুখ্যমন্ত্রীর দাওয়াত কবুল করলেন কেন? এর ফলে যা ঘটবার তাই ঘটেছে।

ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন

এর অবধারিত পরিণতি হিসেবে অনুষ্ঠানের ঘোষক এবং বিভিন্ন বক্তা একাধিকবার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের 'মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সুমন চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, "প্রথা ভাঙার পরেই শুরু হলো প্রোটকল" ভাঙার খেলা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শেষ হওয়ার পরে বক্তৃতা দিতে ডাকা হলো প্রথমে সে দেশের বিদেশমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ এবং তারপরে বই মেলার উদ্বোধক শামসুর রাহমানকে। এটি এমন একটি বিসদৃশ ঘটনা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে গত আড়াই বছরে শেখ হাসিনা সম্ভবত কখনও যার সম্মুখীন হননি। প্রধানমন্ত্রীর পরে বক্তৃতা দেয়ার অনুরোধ পেয়ে বিদেশমন্ত্রী আজাদ সাহেবকে যে রকম বিড়ম্বিত দেখাচ্ছিল তাও আর কহতব্য নয়। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কূটনীতিক মহল অভিযোগ করেছেন, "তাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে মঞ্চে বসিয়ে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড যে এভাবে প্রথা ও প্রটোকল ভাঙবেন তা তাদের জানাই ছিল না। বরং তাদের বলা হয়েছিল, শেখ হাসিনার ভাষণের পরে আর কেউ ভাষণ দেবেন না, কেবল শামসুর রাহমান ঘন্টাধ্বনি (তাও আবার কাঠের ঘন্টা) করে বই মেলার উদ্বোধন করবেন। বই মেলা উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকে যারা অতিরিক্ত হিসেবে এসেছেন তাদেরও চক্ষু চড়কগাছ।"

বিড়ম্বনার এখানেই শেষ নয়। সুমন চট্টোপাধ্যায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন যে, শেখ হাসিনাকে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী বলার পরেও তার জন্য মঞ্চে কেউই দুঃখ প্রকাশ করেননি। তিনি বলেছেন যে, পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী বলার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাদের দু'একজন শেখ হাসিনার কাছে নাকি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। 'দূরদর্শন' এবং 'বিটিভি'র বদৌলতে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ দেখেছে এবং বুঝেছে যে, তাদের প্রধানমন্ত্রীকে কত হেলায়-ফেলায় তারা গ্রহণ করল। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের অনেক সদস্য ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে বলেছেন যে, তারা মেলা কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে দারুণভাবে অপমানিত হয়েছেন। সুতরাং সুমন চ্যাটার্জীর কথাতে দেখা যাচ্ছে যে, মঞ্চের ওপর হাজার লোকের সামনে এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানহানি করা হলেও সেই হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য মেলা কর্তৃপক্ষ অথবা কলিকাতা ও দিল্লী সরকার কেউ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এসব ছাড়াও আরও অমর্যাদা করা হয়েছে। যে ৫৯ জন সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর সাথে গিয়েছিলেন তারা এসব কথা দেশবাসীকে না জানালেও ভারতের সাংবাদিকরা কিন্তু ঠিকই এসব কথা প্রকাশ করেছেন। সুমন চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ওপেন এয়ার অডিটোরিয়ামের যে মঞ্চে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মধ্যমণি করে বসানো হয়েছিল— কলিকাতার যে কোন বড় ক্লাবের জলসায় তার চেয়ে ভাল মঞ্চ বানানো হয়। মঞ্চের মাথার উপরে মলিন সাদা রঙের এক খণ্ড যে কাপড়টি আলতো করে ঝুলছিল, চড়কের মেলার দরিদ্র দোকানীও তার চেয়ে ভাল কাপড় সংগ্রহ করে থাকেন। মঞ্চের পিছনে কলিকাতা বই মেলার একটি পুরনো (তাও আবার ইংরেজীতে লেখা) ফেস্টুন ছাড়া আর কিছুই শোভা পাচ্ছিল না।

মেরেছো কলসির কানা
তাই বলে কি প্রেম দেবো না?

এভাবে মর্যাদাহানির পর সংশ্লিষ্ট সকলেই ধারণা করেছিল যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতঃপর একটি শক্ত অবস্থান গ্রহণ করবেন। কিন্তু গৌহাটি থেকে সুব্রত চ্যাটার্জী করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রিপোর্টিং। তিনি জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ জানুয়ারী হোটেল তাজ বেঙ্গলে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিংকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ত্রিপুরার আগরতলা থেকে কলিকাতা পর্যন্ত ঢাকা হয়ে বাস, পরিবহন সেবা, ট্রানজিট, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দিতে তাঁর ব্যক্তিগত কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো এ ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ। তাই এই মুহূর্তে এ ধরনের কোন ঘোষণা দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, "ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে সব অনুরোধের মত এসব অনুরোধও তিনি অবশ্যই রাখবেন।

আকাশবাণীর খবরে প্রকাশ, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং-এর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আগরতলা-ঢাকা-কলিকাতা বাস চলাচল ট্রানজিট ও জ্বালানি বিক্রয়সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ আশা করেছিল যে, কলিকাতা বই মেলার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ইমেজ যতখানি নষ্ট হয়েছে সেটা পুনরুদ্ধার করার জন্য ট্রানজিট, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার, গ্যাস রপ্তানীসহ সমস্ত দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী অতঃপর কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবেন।